শফিক আশরাফ ▷

উপাচার্য সমস্যায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সক্রেটিস বলেছেন, ছয় বছর বয়সের মধ্যে একটি শিশু বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ অতিক্রম করে। এই সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ না পেলে বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ছয় বছর পূর্ণ হয়েছে। আর ছয় বছরের এই শিশু বিশ্ববিদ্যালয় নানাভাবে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, আন্দোলন ইত্যাদি সারা বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আন্দোলিত করছে। অথচ শিক্ষা, গবেষণা ও নতুন নতুন তত্ত্ব কিংবা তথ্য নিয়ে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ঘিরে আলোচিত হওয়ার কথা, সেখানে এটি উল্টোপথে হাঁটছে। এই শিশু বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিণত হওয়ার আগেই হুমকির মুখে পড়েছে। পশ্চাৎপদ উত্তরবঙ্গের মানুষের স্বপ্ন ফসল এই রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ভৌগোলিক অবস্থানও বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুরসহ গাইবান্ধা, বগুড়ার শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার স্বপ্ন পূরণের জন্য ঢাকা কিংবা রাজশাহীতে দৌড়াতে হতো। বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের অনেকেই দূরত্বের কারণে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কথা চিন্তায় আনত না। ফলে মেধাবী অনেক শিক্ষার্থী পার্শ্ববর্তী বেসরকারি কিংবা সরকারি কলেজে ভর্তি হতো। সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার মান ও শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থানের কারণে সীমান্তবর্তী ওসব জেলা থেকে প্রচুর শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে এখানে ছুটে আসছে, যার বড় একটা অংশ নারী শিক্ষার্থী। মেধাবী এসব শিক্ষার্থী নানাভাবে জিম্মি হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বার্থান্বেষী মহলের কাছে।

২০০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা হলেও তিন নম্বর উপাচার্য হিসেবে বর্তমান উপাচার্য নিয়োগ পান। এর আগে দুজন উপাচার্যকে মেয়াদপূর্তির আগেই পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রথম উপাচার্যের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম না হলেও জামায়াত-বিএনপিঘেঁষা বলে পরিচিত ড. আর এম লুৎফর রহমানকে এই সরকার অপসারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন প্রফেসর ড. আব্দুল জলিল মিয়াকে। তাঁর মেয়াদপূর্তির শেষের দিকে এনআইডিএস নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অ্যাফিলিয়েশন প্রদানসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ৮-৯ জন শিক্ষক কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে 'জলিলবিরোধী আন্দোলন' শুরু করেন। আন্দোলনকারীরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রফেসর ড. জলিল মিয়ার মেয়াদপূর্তির এক দিন আগে সরকার তাঁকে অপসারণ করে। এদিকে আন্দোলনের ফসল হিসেবে শিক্ষার্থীরা তিন মাসের সেশনজট উপহার ছাড়া আর কিছু পায়নি। তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. এ কে এম নূর উন নবীকে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে নিয়োগ দেওয়া হয়। আন্দোলনে বিধ্বস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বর্তমান উপাচার্য ঘোষণা দেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি হার্ভার্ড মানের বিশ্ববিদ্যালয় বানাব, আমার জন্য এক দিনও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে না এবং আমাকে তাড়ানোর জন্য আপনাদের কোনো আন্দোলন করতে হবে না। কথা শুনে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নে বিভোর হয়। দুঃখী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম একজন স্বপ্নপুত্রের আবির্ভাবে অনেকের চোখ আনন্দে ছলছল করে উঠেছিল। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউই জানত না তাদের এই স্বপ্ন অচিরেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঢাকায় অবস্থান করা শুরু করেন। অক্টোবার-শনিবার বন্ধের দিন ঢাকা থেকে রংপুর এসে অফিস করে শনিবার রাতে আবার ঢাকা চলে যান। এভাবে যোগদানের ২০ মাসের মধ্যে প্রায় ১৬-১৭ মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। এদিকে কর্মস্থলে তাঁর এই বিরামহীন অনুপস্থিতির কারণে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশি বৃত্তি নিয়ে যেসব শিক্ষক ছুটির জন্য দরখাস্ত করেন তাঁদের নিরুৎসাহিত করতে শিক্ষা ছুটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করে ভোগান্তির সৃষ্টি করেন। অথচ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেটা অপরিহার্য ছিল না। ঢাকায় অবস্থানের টিএ-ডিএ বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে প্রতিমাসে প্রায় লাখ টাকা উত্তোলন করেন। এমন অনেক অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন সময় আলটিমেটাম দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু যথারীতি তিনি সেসবের দিকে কোনো দৃকপাত না করে ঢাকায় অবস্থান করেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে শিক্ষকরা সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এই গণপদত্যাগের পর একক সিদ্ধান্তে ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ করে ও কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ না করে ঢাকায় চলে যান। ঢাকা থেকে দু-এক দিনের জন্য রংপুর এসে আন্দোলনকারী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কারো হাত, কারো পা, কারো মাথা ভাঙার ব্যবস্থা করে আবার ঢাকা চলে যান। এ পর্যন্ত দুজন শিক্ষক, চারজন কর্মকর্তা, তিনজন কর্মচারী হামলার শিকার হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং হামলার শিকার আন্দোলনকারী দুজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে তাঁর প্রক্টরকে দিয়ে মামলা করিয়েছেন। এরপর আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন তালাবদ্ধ করে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন। ১০ দিন অনশনের পর মুমূর্ষু ৯ জনকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। উপাচার্য মহোদয় এর পরও যথারীতি ঢাকায় অবস্থান করছেন। এই আন্দোলন-অনশন তাঁকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয়নি।

কবি জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারী দাস একদা তাঁর শিশুপুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।' পুত্র জীবনানন্দ দাশ তাঁর মায়ের কথা রাখলেও আমরা রাখতে পারছি না। এই শিশু বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রতিবন্ধী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বেড়ে উঠুক, সেটা কারোরই কাম্য নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রংপুরবাসীর সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এই উপাচার্যকে অপসারণই আপাত সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। তবে ভবিষ্যতে যিনি উপাচার্য হয়ে আসবেন তাঁর কথায় কেউ আস্থা রাখবে বলে মনে হয় না। সবাই তাঁর কাজটাই দেখতে চাইবে। একই সঙ্গে তাঁর জন্য শিক্ষার্থীদের সেশনজট ও বিধ্বস্ত একাডেমিক কার্যক্রম সচল করা ভবিষ্যতের একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হবে।

লেখক : শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
shafiqibs@yahoo.com